SOCIOLOGY

Lesson Plan-10+Creative questions and model answer (Combined)

সমাজবিজ্ঞান [প্রথম পত্র]

প্রথম অধ্যায়: সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ

পাঠ- ১: সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা।

পাঠ- ৩: সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি।

মডেল প্রশ্ন-০১

শিহাব বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিষয়ে অধ্যয়ন করে সে সে বিষয়টির উৎপত্তি সম্পর্কে সন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন ল্যাটিন শব্দ Socious ও গ্রিক শব্দ Logos থেকে এর উদ্ভব। ১৮৩৯ সালে একজন ফরাসি দার্শনিক তাঁর ' কোর্স- ডি- ফিলোসফি পজিটিভ' গ্রন্থে সর্বপ্রথম এ বিষয়টিকে বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

গ) উদ্দীপকের শিহাব কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করে ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উক্ত বিষয়টি সমাজের সামগ্রিক পাঠ- বিশ্লেষণ করো।

প্রয়োগ- গ)

★ উদ্দীপকের শিহাব যে বিষয়ে অধ্যয়ন করে তা হলো সমাজবিজ্ঞান।

★ সমাজবিজ্ঞানের পরিচয়:

সমাজবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Sociology । Sociology শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত; Socius ও Logos । ল্যাটিন শব্দ Socius এর অর্থ হলো সঙ্গী-সাথী যার দ্বারা সমাজের সদস্যদের বোঝায় তাই Socius শব্দের আরেক অর্থ হলো সমাজ আর গ্রিক শব্দ Logos শব্দের অর্থ হলো বিজ্ঞান। সুতরাং Sociology শব্দের অর্থ হলো সমাজবিজ্ঞান।

যে বিজ্ঞান মানুষের ক্রিয়াকর্ম, সামাজিক সম্পর্ক, ঘটনাবলী নিয়ে অধ্যয়ন করে তাকে সমাজবিজ্ঞান বলা হয়।

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম সমাজবিজ্ঞানের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, " সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান।

মূলত সমাজবিজ্ঞান সমাজের সদস্যদের সামাজিক ক্রীয়াকর্ম নিয়ে আলোচনা করে।

উচ্চতর দক্ষতা- ঘ)

হা, আমি উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে একমত যে, সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজের সামগ্রিক পাঠ / পূর্ণাঙ্গ পাঠ।

★ সমাজবিজ্ঞান সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ/ সমাজবিজ্ঞানের পরিধি:

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ সমাজের এক একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে। যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করে। একিভাবে অর্থনীতিও সমাজের অর্থ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান সমাজের সামগ্রিক বিষয়

নিয়ে আলোচনা করে। তাই সমাজবিজ্ঞানকে সমাজের সামগ্রিক পাঠ বলা হয়। সমাজবিজ্ঞান একাধারে পরিবার, সমাজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। একিসাথে সামাজিক সমস্যা, উন্নয়ন, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিকীকরণ , সামাজিক রীতিনীতি তথা সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকে। তাই সমাজবিজ্ঞানকে সমাজের সামগ্রিক পাঠ বলা হয়।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর- ক)

★ সমাজবিজ্ঞান একমাত্র বিজ্ঞান যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যয়ন করে – ম্যাকাইভার।

★ সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো- সমাজ কাঠামো।

★ সমাজবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য – সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ।

★ পজিটিভ ফিলোসফি ও পজিটিভ পলিটি বই দুটির লেখক- অগাস্ট কোঁৎ।

★ the republic গ্রন্থের লেখক – প্লেটো।

★ the new science গ্রন্থের লেখক- ইতালীয়ান দার্শনিক গিয়ামবাতিস্তা ভিকো।

★ Utopia গ্রন্থের লেখক- ইংরেজ দার্শনিক টমাস মুর।

সমাজবিজ্ঞান [প্রথম পত্র]

প্রথম অধ্যায়: সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ

পাঠ- ২: সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি।

পাঠ- ৪: সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

মডেল প্রশ্ন- ০২

[?] = [Socious] + [Logos]

গ) প্রদত্ত ছকচিত্রের [?] চিহ্নিত স্থানটি কোন বিষয়কে নির্দেশ করে ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) “মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ের জ্ঞান অপরিহার্য”- বিশ্লেষণ করো।

প্রয়োগ- গ)

★ উদ্দীপকে [?] স্থানে নির্দেশিত বিষয়টি হলো সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের পরিচয় প্রশ্ন-০১ এ আলোচনা করা হয়েছে।

উচ্চতর দক্ষতা :

হা, আমি উদ্দীপকের বক্তব্যের সঙ্গে একমত যে, মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান বিষয়টির জ্ঞান অপরিহার্য।

★★ সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা:

সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে মানুষের পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন, সংস্কৃতি ও সভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়।

★ সমাজ কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবে।

★ সামাজিক সম্পর্কের ধরণ গুলো জানতে পারবে।

★ সামাজিক সমস্যা গুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

★ সামাজিক সমস্যার সমাধান নিয়ে ভাবতে পারবে।

★ সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারবে।

★ বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা জানতে পারবে।

★ নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা , অপরাধ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

★ পরিবার, সমাজ, আর্থ- সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পারবে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে সমাজের একজন সদস্য নিজেকে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানিয়ে নিতে পারে। অতএব সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজের প্রত্যেক সদস্যদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর- ক)

★ পজিটিভ ফিলোসফি ও পজিটিভ পলিটি বই দুটির লেখক- অগাস্ট কোঁৎ।

★ the republic গ্রন্থের লেখক – প্লেটো।

★ the new science গ্রন্থের লেখক- ইতালীয়ান দার্শনিক গিয়ামবাতিস্তা ভিকো।

★ Utopia গ্রন্থের লেখক- ইংরেজ দার্শনিক টমাস মুর।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর- খ)

★ সমাজবিজ্ঞান হলো মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান:

সমাজবিজ্ঞান সমাজের সমস্যা, সমস্যার ধরন- প্রকৃতি, সমস্যার উৎপত্তি, সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও অধ্যয়ন করে। এসকল সামাজিক বিষয়াদি সমাজবিজ্ঞান নিরপেক্ষভাবে তথ্য- উপাত্ত দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে । এখানে গবেষণক পক্ষ অবলম্বন না করে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ফলাফল প্রকাশ করে ।

তাই সমাজবিজ্ঞানকে একটি মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান বলা হয়।

সমাজবিজ্ঞান [প্রথম পত্র]

প্রথম অধ্যায়: সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ

পাঠ: ৭ থেকে ১৩: সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক।

মডেল প্রশ্ন-০৩

আদিতে মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতো। তখন থেকেই গোষ্ঠী সংহতির ভিত্তিতে সমাজ সৃষ্টি হয়। এভাবে পরিবার, গোত্র, বিবাহ, ব্যাক্তিগত সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ের উদ্ভব হয়। ধীরে ধীরে সমাজ জটিল আকার ধারণ করে এবং এক সময় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে। তাই বলা যায়, বর্তমান সমাজ সম্পর্কে জানতে অতীতের মানব গোষ্ঠী ও তাদের বিভিন্ন ব্যবহৃত হাতিয়ার ও জিনিসপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

গ) উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞানের সাথে কোন বিষয়টির সম্পর্ক সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উক্ত বিষয়টির সাথে সমাজবিজ্ঞানের যে সব পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা বিশ্লেষণ করো।

প্রয়োগ- গ)

উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞানের সাথে যে বিষয়টির সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সে বিষয়টি হলো নৃবিজ্ঞান।

★ নৃবিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক:

১. সমাজবিজ্ঞান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে আর নৃবিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে।

তবে উভয় বিষয়ের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো ‘মানুষ’।

২. সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। একিভাবে নৃবিজ্ঞানও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

৩. সমাজবিজ্ঞানের গবেষণাকর্ম নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণায় কাজে আসে। একিভাবে নৃবিজ্ঞানের গবেষণাকর্ম সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার কাজে আসে।

৪. উভয় সামাজিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সমাজের উন্নয়ন তথা মানব কল্যাণ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজ বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের সম্পর্ক রয়েছে।

উচ্চতর দক্ষতা- ঘ)

হা, সমাজবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের সম্পর্ক যেমন রয়েছে তেমনি পার্থক্যও রয়েছে।

★ সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের পার্থক্য:

১. সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বা ক্রীয়াকর্ম। আর নৃবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো মানুষের উৎপত্তি ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য।

২. সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন করে আর নৃবিজ্ঞান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা করে।

৩. গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

৪. সমাজবিজ্ঞান বর্তমান সমাজের সমস্যা যেমন অপরাধ, যৌতুক, মাদকাসক্তি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও নৃগোষ্ঠীর অতীত সংস্কৃতি, উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী।

এভাবে বিস্তারিতভাবে জানতে গিয়ে দেখা যায়, সমাজবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি অনেক পার্থক্যও রয়েছে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর-ক)

★ The Politics গ্রন্থের লেখক- এরিস্টটল।

★ সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে- ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে।

★ সমাজবিজ্ঞান স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে যাত্রা শুরু করে- ১৮৩৯ সসমাজবিজ্ঞান [প্রথম পত্র]

প্রথম অধ্যায়: সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ

পাঠ- ২: সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি

পাঠ- ৫,৬: সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশধারা।

মডেল প্রশ্ন-০৪

কবির বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। সে এমন একটি বিষয় নিয়ে অনার্স করছে যা মানুষের চালচলন, আচার- আচরণ, ক্রীয়াকর্ম নিয়ে আলোচনা করে।

গ) উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয়টির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয়টির উৎপত্তি ও বিকাশধারা আলোচনা করো।

প্রয়োগ- গ)

উদ্দীপকের নির্দেশিত বিষয়টি হলো সমাজবিজ্ঞান।

★ সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি:

১. সমাজবিজ্ঞান সামাজিক সম্পর্কের বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ।

২. সমাজবিজ্ঞান সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ।

৩. সমাজবিজ্ঞান সমাজ কাঠামোর অধ্যয়ন করে।

৪. সমাজবিজ্ঞান বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান।

৫. সমাজবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

৬. সমাজবিজ্ঞান মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান।

৭. সমাজবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয় বরং তাত্ত্বিক বিজ্ঞান।

৮. সমাজবিজ্ঞান সামাজিক স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতার বিজ্ঞান।

উচ্চতর দক্ষতা- ঘ)

★ সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশধারা:

যদিও ১৮৩৯ সালে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করে তথাপি সমাজ চিন্তা ও সমাজ গবেষণা অনেক পুরনো।

আমরা প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটোর the republic, এরিস্টটলের the politics নামক গ্রন্থে সমাজ বিষয়ক আলোচনা লক্ষ্য করি।

একিভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর তিউনিশিয়ার দার্শনিক ইবনে খালদুনের “কিতাব আল ইবার” এ মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির আলোচনা লক্ষ্য করি। অতঃপর গিয়ামবাতিস্তা ভিকোর the new science ও টমাস মুরের Utopia গ্রন্থেও সমাজ বিষয়ক চিন্তা ও আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। একিভাবে ভারতীয় পন্ডিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, আল বেরুনীর ভারততত্ব, আবুল ফজলের আইন – ই – আকবরি গ্রন্থে সমাজের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারি। তবে ১৮৩৯ সালে অগাস্ট কোঁৎ সর্বপ্রথম একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু করেন।

এরপর থেকে কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার, হার্বাট স্পেন্সার, এমিল ডুর্খেইম, রংগলাল সেন, ড. নাজমুল করিম প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনা ও গবেষণায় সমাজবিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে।

#বি: দ্র:

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতির প্রতিটি পয়েন্ট অনুধাবন প্রশ্নে আসতে পারে। তাই প্রতিটি বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি অল্পবিস্তর ব্যাখ্যা করতে পারতে হবে।।